সমকাল

তারিখ : 25 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

নামমাত্র পদে হতাশ জবি ছাত্রলীগ

■ এস এম আল-আমিন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে এবার গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে স্থান মেলেনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখার নেতাকর্মীদের। সম্মেলনের দীর্ঘ সাত মাস পর ৩০১ সদস্যের বিশাল কেন্দ্রীয় কমিটি করা হলেও তাতে জবি শাখা ছাত্রলীগের মাত্র ৮ জনের জায়গা হয়েছে। এমন কোণঠাসা হয়ে হতাশ জবির বঞ্চিত নেতারা।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়ার কথা থাকলেও এবার কমিটি করা হয়েছে ৩০১ সদস্যের। বিগত কমিটিগুলো পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমের কমিটিতে ৬ সহ-সভাপতি ও দপ্তর সম্পাদকসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ জনকে পদ দেওয়া হয়েছিল। এর আগে মাহমুদ হাসান রিপন ও মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনের কমিটিতেও একাধিক সহ-সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকসহ ৪৮ জন স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ জেলা শাখা হওয়া সত্ত্বেও জবি নামমাত্র ৮ পদে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছে। তাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক, এমনকি ঢাকা কলেজের ৪২ জনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখা হয়েছে।

ছাত্রলীগের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদে আলোচিত প্রার্থী ছিলেন জবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। তিনি সাবেক এক সভাপতির অনুসারী বলে পরিচিত হওয়ায় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই ছাড়াই বয়সের মারপ্যাঁচে সম্মেলনের আগেই বাদ পড়েছেন।

জবি ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নুর রাহুল ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'এটি কি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি'। রাহুলের মতো অনেক নেতাকর্মী প্রকাশ্যে কিছু না বললেও নীরব ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

জবি ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, একটি মহল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে কোণঠাসা করে রাখতে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়েছে।